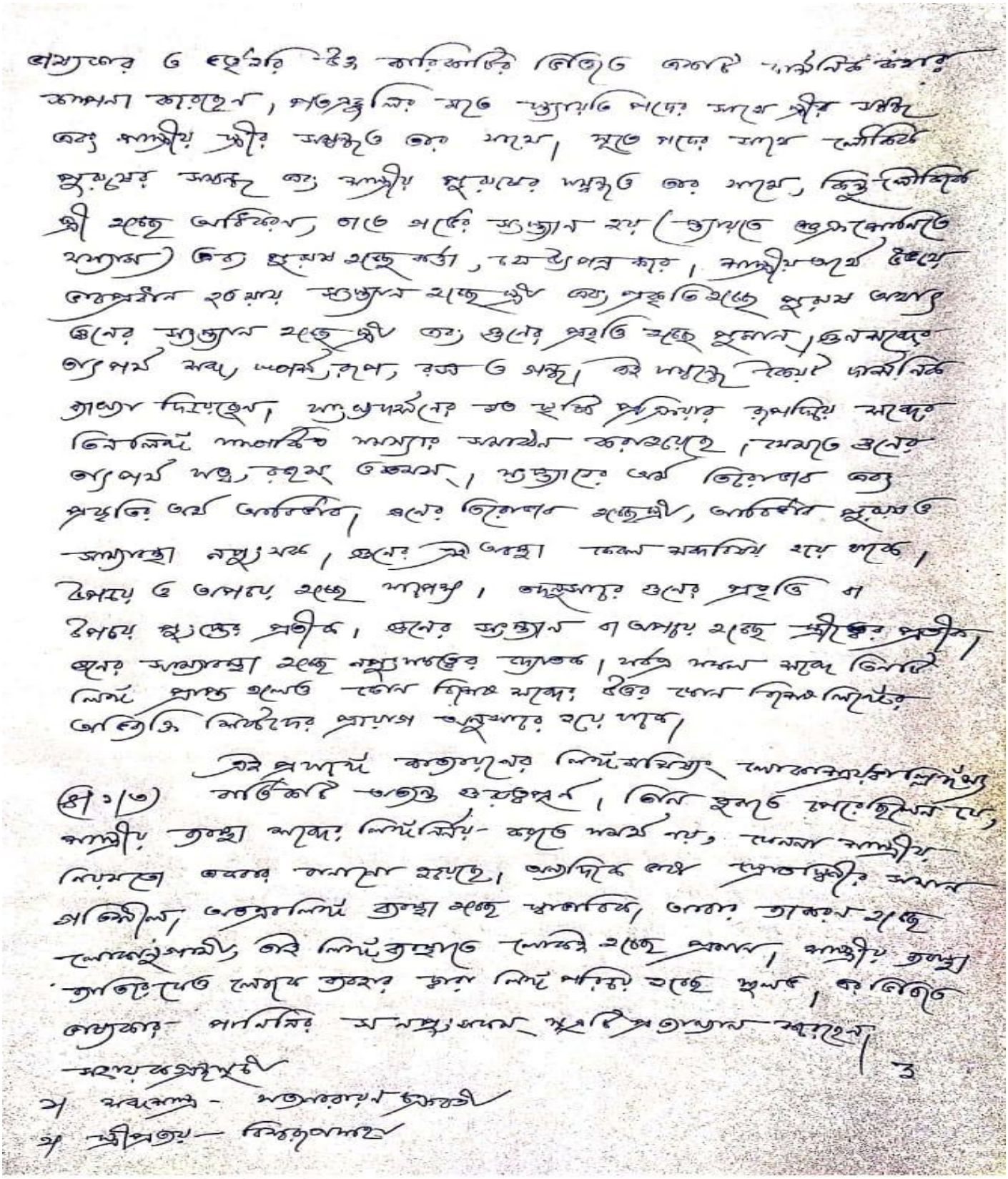

=: স্ত্রীপ্রত্যয় :-

সংস্কৃতে বিভিন্ন অর্থে স্ত্রীপ্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, অনেকস্থলে লিঙ্গের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকে না, যেমন ত্রিফলী, পঞ্চবটী, যবনানী ইত্যাদি। অষ্টাধ্যায়ীর চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্র হল "ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাৎ" অর্থে হল ঙীপ্, ঙীষ্, ঙীন্, টাপ্, ডাপ্, চাপ্ – এই সব স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দের পর এবং প্রাতিপদিকের পর সুপ্ প্রভৃতির কার্য্য হবে, প্রকৃতপক্ষে ঙ্যাপ্ বলতে যেগুলো স্ত্রীপ্রত্যয়কেই বুঝতে হবে, যাই হোক ঐ সব স্ত্রীপ্রত্যয়গুলি প্রাতিপদিকের উত্তর সংযুক্ত হওয়ার পর নবগঠিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর বিভক্তির যোগ হয়, টাপ্, ডাপ্, চাপ্, ঙীপ্, ঙীষ্, ঙীন্ এবং ঊঙ্ – এই সাতটি স্ত্রীপ্রত্যয়।

'ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাৎ' এই সূত্র অনুসারে সমরূপ প্রক্রিয়াতে বলা হয়েছে যে, ঙীপ্ প্রত্যয়ান্ত, আপ্ প্রত্যয়ান্ত ও প্রাতিপদিকের উত্তর বিভক্তি যুক্ত হয়, ঙীবন্ত ও আবন্ত শব্দ প্রায়শঃ স্ত্রীলিঙ্গেই হয়, যে প্রত্যয় যুক্ত হলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৈরী হয় তাকে স্ত্রীপ্রত্যয় বলে, এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে ব্যাকরণশাস্ত্রে শব্দের লিঙ্গ ব্যবস্থার নিয়ামক কি? প্রাচীন বৈয়াকরণ এই বিষয়টি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। এবার বিষয়ের সঙ্গেই সংস্কৃত শব্দের লিঙ্গ নির্ধারণে লৌকিক লিঙ্গের আধার হয়েছে। লোকব্যবহারে শারীরিক চিহ্নবিশেষের (= অবয়বসংস্থানভেদে) পুরুষ ও স্ত্রীর পার্থক্য হল নির্দেশ করা হয়। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে মহাভাষ্যকার নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে আলোচনা করেছেন

"স্তনকেশবতী স্ত্রী স্যাল্লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
তস্যোক্তৌ লোকতো নাম গুণো বা লুপি যুক্তবৎ॥"

উক্ত শ্লোক অনুসারে স্তন, কেশ প্রভৃতি হচ্ছে স্ত্রীত্বের প্রতীক এবং লোম প্রভৃতি পুংস্ত্বের প্রতীক, এই দুয়ের সাদৃশ্যের অভাব নপুংসকত্বের লক্ষণ বলে স্বীকার করায়, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষের বিশেষ শারীরিক চিহ্নকে অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষাতে লিঙ্গব্যবস্থা সর্বত্র নির্ধারণ হওয়া সম্ভব নয়, যেমন- কলত্রম (স্ত্রীলিঙ্গই নহে) স্থলে স্তন প্রভৃতি শারীরিক চিহ্ন দেখা যায়, তা সত্ত্বেও স্ত্রীত্ব প্রত্যয় হবার কথা, এরূপ খরকুটী (নাপিতগৃহ) স্থলে লোম শ্মশ্রুর দর্শন পুংস্ত্ববোধক প্রত্যয় হবার কথা, তাছাড়া এই বিশেষ চিহ্নের ভিত্তিতে লিঙ্গ ব্যবস্থা স্বীকার করলে অচেতন পদার্থে লিঙ্গ ব্যবহার যেমন সম্ভবপর নয়।

খট্বা স্থলে কিরূপ স্ত্রীত্ব নিশ্চয় আছে যে তাতে স্ত্রীত্ব স্বীকার করা হয়? যেরূপ [illegible] তে জল থাকেনা, কিন্তু যেরূপ যেখানে জলের অস্তিত্ব না থাকলেও জলের আভাস হয় সেরূপ অচেতন পদার্থে লিঙ্গচিহ্ন না থাকলেও চেতনগত লিঙ্গের আভাস কেন হয় না? মরীচিকাতে যে সূর্যের কিরণে জলের আভাস হয়, কিন্তু খট্বা প্রভৃতি অচেতন পদার্থে স্ত্রী পুরুষগত লিঙ্গের যেমন সাদৃশ্য না থাকায় আভাস অসম্ভব। উক্ত আশঙ্কার উত্তর বলা হয়েছে, যেরূপ সূর্যের গতি থাকলেও তা উপলব্ধ হয় না অথবা মেঘের দ্বারা আবৃত নক্ষত্র জ্ঞান হয় না সেরূপ খট্বা প্রভৃতি অচেতন পদার্থেও লিঙ্গের প্রত্যক্ষ হয় না, পতঞ্জলি বলেছেন যে, "ষড্ভিঃ প্রকারৈঃ সতাং ভাবানামনুপলব্ধির্ভবতি অতিসন্নিকর্ষাৎ, অতিবিপ্রকর্ষাৎ, মূর্ত্যন্তরব্যবধানাৎ, তমসাবৃতত্বাৎ, ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যাৎ, অতিপ্রমাদাদিতি", অর্থাৎ যেখানে যেখানে বস্তুর সত্তা থাকলেও তার উপলব্ধি হয় না তার কারণ ছয়টি—

১। অতিনিকট সান্নিধ্য, যেমন নিজের চক্ষুগত কজ্জলাদি।
২। অতিবিপ্রকর্ষ, যেমন উড়ন্ত পাখির
৩। মূর্ত্যন্তর ব্যবধান, যেমন প্রাচীরাদির দ্বারা ব্যবহিত স্বর্ণাদির।
৪। তমসাবৃত, যেমন অন্ধকার দ্বারা দ্রব্যাদির,
৫। ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্য, যেমন তিমির প্রভৃতি রোগযুক্তের নয়নাদির।
৬। অতিপ্রমাদ, যেমন বিয়োগে কামকাতর শকুন্তলা দুর্বাসার আগমন জানতে পারে নি।

অতএব বৈয়াকরণগণ লৌকিক স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গের ব্যবহার চিহ্নের ভিত্তি শাস্ত্রীয় লিঙ্গের তাহা স্বীকার করেন না, ফলে লিঙ্গসম্বন্ধে তাঁদের শাস্ত্রীয় পরিভাষা করা হয়েছে, উক্ত কারিকাতে স্ত্রী পুংস শব্দের বুৎপত্তি দেখানো হয়েছে। স্ত্যান অর্থে √স্ত্যৈ + ড্রট্ + ঙীপ্ প্রত্যয় করে পরে স্ত্রী শব্দ নিষ্পন্ন হয়, প্রসব অর্থে √পূ + ম্লুক্ প্রত্যয় করলে পুমান্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

ভাষ্যকার ও বৈয়াকরণ উভয় কারিকাটির ভিত্তিতে একটি দার্শনিক ব্যাখ্যার আলোচনা করেছেন, পতঞ্জলির মতে স্ত্রীবাচি পদের সাথে স্ত্রীর সম্বন্ধ এবং শাস্ত্রীয় স্ত্রীর সম্বন্ধও আর নাম, সুতে পদের সাথে লৌকিক পুরুষের সম্বন্ধ এবং শাস্ত্রীয় পুরুষের সম্বন্ধও আর নাম, কিন্তু লৌকিক স্ত্রী হচ্ছে অধিকরণ, যাতে গর্ভের সঞ্চার হয় (স্ত্যায়তে শুক্রশোণিতে যস্যাম্) কিন্তু পুরুষ হচ্ছে কর্তা, যে উৎপন্ন করে। শাস্ত্রীয় অর্থ হিসেবে ভাবপ্রধান হওয়ায় সংস্ত্যান হচ্ছে স্ত্রী এবং প্রবৃত্তি হচ্ছে পুরুষ অর্থাৎ গুণের সংস্ত্যান হচ্ছে স্ত্রী এবং গুণের প্রবৃত্তি হচ্ছে পুমান। গুণ বলতে তাৎপর্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই ব্যাখ্যাকে কৈয়ট দার্শনিক আখ্যা দিয়েছেন। সাংখ্যদর্শনের মত যুক্তি প্রক্রিয়ার রূপান্তর সাহায্যে লিঙ্গনির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছেন। যেমন গুণের তাৎপর্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সংস্ত্যানের অর্থ তিরোভাব এবং প্রবৃত্তির অর্থ আবির্ভাব। গুণের তিরোভাব হচ্ছে স্ত্রী, আবির্ভাব পুংত্ব ও সাম্যাবস্থা নপুংসক। গুণের এই অবস্থা কেবল অবস্থিত হয়ে থাকে। উপচয় ও অপচয় হচ্ছে সাপেক্ষ। অনুসারে গুণের প্রবৃত্তি বা উপচয় পুংত্বের প্রতীক। গুণের সংস্ত্যান বা অপচয় হচ্ছে স্ত্রীত্বের প্রতীক। গুণের সাম্যাবস্থা হচ্ছে নপুংসকত্বের দ্যোতক। সর্বত্র সকল শব্দ তিনটি লিঙ্গ প্রাপ্ত হলেও কোন বিশেষ শব্দের উত্তর কোন বিশেষ লিঙ্গের [illegible] শিষ্টদের প্রয়োগ অনুসারে হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে কাত্যায়নের লিঙ্গমশিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বাল্লিঙ্গস্য (৪।১।৩) বার্তিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা আমাদের লিঙ্গনির্ণয়- করতে সমর্থ নয়, যেমন শাস্ত্রীয় নিয়মকে অনেক অবহেলা হয়েছে। অন্যদিকে লোক ব্যবহারের সমান প্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রলিঙ্গ ব্যবস্থা হচ্ছে ব্যবহারিক, তাদের কারণ হচ্ছে লোকানুশাসন, এই লিঙ্গব্যবস্থাতে লোকই হচ্ছে প্রমাণ। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আজকেও লোকের উপর তার লিঙ্গ নির্ভর হচ্ছে সুলভ, এ বার্তিকে কাত্যায়ন পাণিনির স নপুংসকম্ সূত্রটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী
১ [illegible] - সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী
২ স্ত্রীপ্রত্যয় - বিশ্বনাথ[illegible]